দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গণে কেন এই বৈরী পরিবেশ

শিক্ষাঙ্গণে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকা এবং ছাত্র–শিক্ষক সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর শিক্ষালাভ বা শিক্ষা দেয়া–নেয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বিস্তার তথা জাতীয় স্বার্থেই শিক্ষাঙ্গণে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং ছাত্র–শিক্ষক সুসম্পর্ক যাতে ব্যাহত না হয়, প্রীতি–প্রদ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কে চিড় না ধরে, শিক্ষাদান বন্ধ থাকার মতো কোনো কারণ না ঘটে, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবারই দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। বস্তুত, শিক্ষাঙ্গণে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং শিক্ষাদান ছাত্র–শিক্ষকের সুসম্পর্ক আর শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ ও ব্যবহারের ওপর অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল। এর অন্যথা ঘটলে, অর্থাৎ শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের ব্যত্যয় হলে, কিংবা শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রতি কোনোরূপ অবিবেচক, অমানবিক ও হৃদয়হীন আচরণ করলে, তা শুধু পারস্পরিক সম্পর্কেরই অবনতি ঘটায় না, অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিরও জন্ম দিতে পারে ; এমনকি শিক্ষাদান বন্ধ হওয়ার মতো ব্যাপারও ঘটতে পারে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ তথা শিক্ষাঙ্গণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অনেকক্ষেত্রে এমন অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা অনেকসময় সংঘটিত হচ্ছে যা ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক–কেই শুধু ব্যাহত করছে না, তাতে শুধু ফাটলই ধরাচ্ছে না, শিক্ষার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিঘ্নিত করার কারণও ঘটাচ্ছে। এমনকি শিক্ষাদান বন্ধ থাকার মতো ব্যাপারও হয়ে দাঁড়াচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। অথচ শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর অবাঞ্ছিত ও অশিষ্ট আচরণ এবং শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের হৃদয়হীন অমানবিক ব্যবহার কিছুতেই কাম্য নয়। ছাত্র–শিক্ষকের মধ্যে কোনোরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর অশিষ্ট আচরনের কারণে শিক্ষকের বা শিক্ষকদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো কোনো আচরণ তো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কাম্য হতেই পারে না। বরং এটাই কাম্য যে, কারণ বা পরিস্থিতি যা'ই হোক না কেন, শিক্ষার্থীরা তাদের আচরণে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখবেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক – উভয়ই তাদের অবস্থান ও দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা ও সমস্যার সমাধান করবেন।

শিক্ষাঙ্গণের পরিবেশ এবং ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক ও আচরণের বিষয়ে আমাদের এত কথা বলতে হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত এক অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে এ – সংক্রান্ত খবরে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হলের প্রভোষ্টরা গত শুক্রবার ভাইসচ্যান্সেলরের কাছে তাদের পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে, আল–বেরুনী হলের প্রভোষ্ট ও কতিপয় ছাত্রের মধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে হলের প্রভোষ্টরা পদত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে পরিবেশিত এই সংবাদে আরো বলা হয়েছে যে, আল–বেরুনী হলের প্রভোষ্ট ডঃ গোলাম হোসেনের সঙ্গে কতিপয় ছাত্রের 'অশোভন আচরণের' প্রতিবাদ জানিয়ে আল–বেরুনী হলের প্রভোষ্ট ও হাউজটিউটরগণ তাঁদের পদত্যাগপত্র পেশের পর হল প্রভোষ্টগণ পদত্যাগ করেন। হল কর্মকর্তাগণ তাঁদের পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেন যে, কালিয়াকৈর থেকে প্রথমবর্ষের একজন ছাত্রকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে ডঃ হোসেন অক্ষমতা জানালে ছাত্ররা তাঁর সাথে এমন অশোভন আচরণ করেন। উক্ত সূত্র জানায়, প্রথম বর্ষের উল্লিখিত ছাত্র কারিয়াকৈরে তার গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত আলোচ্য অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত ঘটনার বিবরণ থেকেই সমস্যাটির মানবিক দিক এবং ছাত্রদের 'অশোভন আচরণের' প্রকৃতি ও পটভূমি স্পষ্ট। কিন্তু এর কারণ যা–ই হোক না কেন, শিক্ষক বা শিক্ষকদের প্রতি, হলের প্রভোষ্টদের অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের কোনোরূপ অশোভণ আচরণ বাঞ্ছিত হতে পারে না। শিক্ষকের প্রতি আচরণে, ব্যবহারে তাদের–কাছে কোনোরূপ দাবী–পেশকালেও শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাবোধের কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটাবে না, শিষ্টতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেবে, এটাই কাম্য। শিক্ষার্থীরা তরুণ এবং তারুণ্যের প্রাবল্যে, আবেগবশত কিংবা জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে তাদের ধৈর্যহারা হওয়া, এবং আচরণে সীমা লংঘন করাও বিচিত্র বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু, তবুও এবং পরিস্থিতি যা–ই হোক না কেন, শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষকরা শ্রদ্ধাভাজন গুরুজন, তারা পিতৃতুল্য। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও শিষ্ট আচরণ করা, কোনোরূপ অশোভনতার প্রশ্রয় না দেয়া শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। এটা ঐতিহ্য আর মূল্যবোধের দাবী এবং বিশেষও শিক্ষা বটে।

যে কোনো শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীদেরই শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে তাদের শিক্ষার ও দায়–দায়িত্বের কথা মনে রাখা দরকার। কোনো শিক্ষক যদি তাঁর আচরণে অপ্রত্যাশিতরূপ কোনো কিছু করেনও, কিংবা কোনো ছাত্র বা ছাত্রদের দাবী–দাওয়া পূরণে নানা কারণে অক্ষম হন, তাহলেও শিক্ষকের প্রতি আচরণে ছাত্রদের শিষ্টতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়; ধৈর্য বা সহনশীলতা হারিয়ে তাদের এমন কিছু করা বাঞ্ছনীয় নয়, যা অশিষ্ট বা অশোভনতার পর্যায়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে এটা আরও বেশি প্রত্যাশিত এ কারণে যে, তারা শিক্ষার উচ্চস্তরে ও শেষ পর্যায়ে আছেন, এবং দেশের শিক্ষিত নাগরিক ও জাতির ভবিষ্যত হিসাবে অচিরেই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবেন, দেশ ও জাতির উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। এমনকি, অনেকে শিক্ষক হিসাবে দেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নেবেন। সুতরাং শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও মর্যাদাশীল আচরণ তাদের কাছ থেকে একান্তভাবেই কাম্য।

শুধু শিক্ষাদানই নয়, শিক্ষার্থীদের সুবিধা–অসুবিধা ; তাদের কল্যাণ–অকল্যাণ, মানবিক ও অন্যান্য সমস্যা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা শিক্ষকেরও অন্যতম দায়িত্ব। যারা বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষক এবং একই সঙ্গে, বিভিন্ন হলের প্রভোষ্ট ও হাউজটিউটর–তাদের ওপর এই দায়িত্ব বিশেষভাবেই বর্তায়। তবে এই দায়িত্ব পালনেও তাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আর বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের নিয়মনীতি এবং আইন–কানুনের মধ্যেই কাজ করতে হয়। এসব কারণেই, শত সহানুভূতি আর সদিচ্ছা থাকলেও, হয়তো অনেক সময়ই ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত ও জরুরি দাবীও পূরণ করা সম্ভব হয় না। অন্যায় ও নিয়ম–বহির্ভূতভাবে দাবী পূরণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণের তো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং শিক্ষার্থীদের দাবী–দাওয়া পেশ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা এবং আইন–কানুন ও নিয়ম–নীতির কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

ছাত্র ও যুব সমাজের তারুণ্য অবশ্যই আমাদের এক বড় সম্পদ। এই তারুণ্য দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে সঠিক পথে পরিচালিত হবে, তারুণ্যের প্রাবল্য কোনোরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না, এটাই কাম্য। আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজ–বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সুদূর অতীতে এবং সাম্প্রতিক অতীতেও দেশ ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে অনেক ঐতিহাসিক ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এবং মূল্যবান অবদান রেখেছে। এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছাত্র যুবসমাজ বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও একই ভূমিকা পালন করবে, এটা আমাদের বড় আশা ও গভীর বিশ্বাস। বিগত স্বৈরাচারী আমলে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও সন্ত্রাসের জের হিসাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা সত্ত্বেও, আমরা মনে করি অচিরেই এর অবসান ঘটবে এবং শিক্ষাঙ্গনে শুভবুদ্ধি আর মূল্যবোধও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার, শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর কোনোরূপ অশিষ্ট বা অশোভন আচরণের মতো ব্যাপার কিংবা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার অথবা এসব কারণে শিক্ষাদানে বাধা সৃষ্টির পরিস্থিতিও জন্ম নেবে না। জাতির এটাই প্রত্যাশা।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচ্য যে অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাকে আমরা একটা আকস্মিক ব্যাপার বলেই ভাবতে চাই। আমাদের ধারণা, তারুণ্যের প্রাবল্যের দরুণ এবং আবেগবশত কিংবা ভুল বোঝাবুঝির কারণেই হয়তো এমন অপ্রীতিকর ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে। এই মানবিক সমস্যা সমাধানে ছাত্র–শিক্ষক–উভয় দিক থেকেই যদি অধিকতর নমনীয় ও সমঝোতাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করা হতো তা হলে হয়তো ব্যাপারটি উল্লেখিত পর্যায়ে না–ও গড়াতে পারতো। তবুও আমরা আশা করবো, শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের আচরণের এই দুঃখজনক ঘটনার আর কোনো পুনরাবৃত্তি কোথাও হবে না, এবং ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর প্রীতি ও সৌহার্দ্যের চিরন্তন ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারই সমুন্নত থাকবে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব–বিদ্যালয়ে সংঘটিত এ আলোচ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যার আশু, শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সমাধান হবে, প্রভোষ্ট ও হাউজটিউটররা শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবেন, এটাই কাম্য। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তো বটেই, শিক্ষার্থীরাও উদ্যোগী হবেন, শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক তথা শিক্ষা বিস্তারে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই এটাপ্রত্যাশিত।

— নাগরিক